দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ০৫. ২.1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬......

চট্টগ্রাম ভার্সিটির সিন্ডিকেট নির্বাচনে সাদা ও গোলাপী দলে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে

আবদুল মালেক ।। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট একাডেমিক কাউন্সিল ফাইন্যান্স কমিটি ও ডীন নির্বাচনে ৯টি পদে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী সাদা দল ও বাঙালী জাতীয়তাবাদী গোলাপী দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। আগামী বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত বিজ্ঞান ভবনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত শনিবার থেকে অগ্রিম ভোট চলছে। আজ মঙ্গলবারেও অগ্রিম ভোট দেয়া যাবে। যে ৯টি পদের নির্বাচন হচ্ছে সেগুলো হলো– সিন্ডিকেটে ১ জন অধ্যাপক, ১ জন সহযোগী অধ্যাপক ও ১ জন সহকারী অধ্যাপক। একাডেমিক কাউন্সিলে ২ জন সহযোগী ও ২ জন সহকারী অধ্যাপক। ফাইন্যান্স কমিটিতে ১ জন শিক্ষক প্রতিনিধি ও বাণিজ্য অনুষদের ডীন নির্বাচন।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও সাদা দল ও গোলাপী দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সাদা দলের প্রার্থীরা হলেন– সিন্ডিকেটে অধ্যাপক পদে ডঃ আ ন ম মুনীর আহমদ চৌধুরী (রাজনীতি বিজ্ঞান), সহযোগী অধ্যাপক পদে মোঃ জাফর (সামুদ্রিক বিজ্ঞান), সহকারী অধ্যাপক পদে ডঃ শাহরিয়ার তালুকদার (চারুকলা)। একাডেমিক কাউন্সিলে সাদা দলের ২ জন সহযোগী অধ্যাপক প্রতিনিধি প্রার্থী হলেন– মোঃ আশরাফুল ইসলাম (গণিত) ও ডঃ মোঃ বদিউল আলম (ব্যবস্থাপনা)। ২ সহকারী অধ্যাপক পদের ২ জন প্রার্থী হলেন– বেগম ইসমত আরা হক (ফাইন্যান্স) ও তৈয়ব চৌধুরী (মার্কেটিং)। এছাড়া ফাইন্যান্স কমিটিতে সামুদ্রিক বিজ্ঞানের প্রফেসর ডঃ আবদুল মতিন এবং বাণিজ্য অনুষদের ডীন পদে ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর ডঃ সৈয়দ মোহাম্মদ আতাহার সাদা দলের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অন্যদিকে গোলাপী দলের প্রার্থীরা হলেন– সিন্ডিকেটে অধ্যাপক পদে মোহীত উল আলম (ইংরেজী), সহযোগী অধ্যাপক পদে আবদুল্লাহ মামুন (ব্যবস্থাপনা), সহকারী অধ্যাপক পদে আবু মুহাম্মদ আতিকুর রহমান (ব্যবস্থাপনা)। একাডেমিক কাউন্সিলে গোলাপী দলের ২ জন সহযোগী অধ্যাপক প্রতিনিধি প্রার্থী হলেন– মহীবুল আজিজ (বাংলা) ও ডঃ আলী আশরাফ (অর্থনীতি)। ২ জন সহকারী অধ্যাপক প্রার্থী হলেন– ডঃ আবু বকর (দর্শন) ও বশির আহমদ (ইসলামের ইতিহাস)। এছাড়া ফাইন্যান্স কমিটিতে ডঃ আলাউদ্দিন (বায়োক্যামিস্ট্রি) ও ডঃ দীপক কান্তি দত্ত (হিসাব বিজ্ঞান) গোলাপী দলের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক চরম ক্রান্তিলগ্নে এই নির্বাচন অনুষ্ঠান অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করছে। সাদা দলের নির্বাচনী ম্যানিফ্যাস্টোতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র নির্লজ্জ দলীয়করণ, প্রতিপক্ষকে নিষ্পেষণ, হয়রানি, যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ না হওয়ায় এখানে ন্যায়নীতি ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ছাত্র শিক্ষক সকলেই ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত হচ্ছেন। শিক্ষাঙ্গনের মত পবিত্রস্থানে এই অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রশাসন অপরিহার্য। এ জন্য যোগ্যপ্রার্থী ও গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মুক্তবুদ্ধির ধারক-বাহক হিসেবে সাদা প্যানেলের প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহবান জানানো হয়।

অন্যদিকে গোলাপী প্যানেলের ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে, এই দল গত দু'দশক ধরে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন। কোন দলীয় সংকীর্ণতা তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। ছাত্র, শিক্ষক সংশ্লিষ্ট সকলের ন্যায্য অধিকার নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে গোলাপী প্যানেলের প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহবান জানানো হয়।

৯টি পদের নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে সিন্ডিকেটে অধ্যাপক প্রতিনিধি পদে। সাদা দলের পরীক্ষিত শিক্ষক নেতা ডঃ মুনীর এবং সাহিত্যিক মাহবুব উল আলমের পুত্র মোহীত উল আলম এই পদে লড়ছেন। খোদ গোলাপী দলের মধ্যেও এই পদ নিয়ে সংশয় রয়েছে। এছাড়া একাডেমিক কাউন্সিলে সহযোগী অধ্যাপক মহীবুল আজিজসহ সবক'টি পদেই গোলাপী প্যানেল জিতবে বলে সে দলের শিক্ষকরা দাবী করছেন।

তবে, নিরীহ শিক্ষকদের ধারণা, দলীয় প্রভাবে গোলাপী দল জেতার স্বপ্ন দেখলেও ফলাফলে পদ ভাগাভাগি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। সাদা দলের শিক্ষকবৃন্দ আন্তরিক হলে সাদা প্যানেল বেশ ক'টি পদ ছিনিয়ে নিতে পারবে বলে আশা করা যায়। এই লক্ষ্যে ডঃ মাহবুব উল্লাহ, ডঃ বদিউল আলম, ডঃ মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ, ডঃ সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক নির্বাচনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে সাদা দলের বেশ ক'জন ভোটার প্রায় সময় কোন না কোন অজুহাতে নির্বাচনকালে অনুপস্থিত থাকেন। ফলে প্রায় প্রত্যেকবারই সাদা দলের প্রার্থীরা মাত্র ৩/৪ ভোটের ব্যবধানে হেরে যান। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ঠেকিয়ে বিজয় নিশ্চিত করতে হলে দলের সকল ভোটারকেই উপস্থিত করা জরুরী বলে শিক্ষকদের অভিমত।